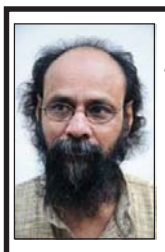

আনন্দ অঙ্গন পত্রিকার জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।
— জয় গোস্বামী, ৪/৩/১৮

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ত্রৈমাসিক

আনন্দ অঙ্গন

সমস্ত পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই ইংরাজী নববর্ষ ২০২৫-এর শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

বর্ষ-১২, সংখ্যা: ১ | AANANDA AANGAN | জানুয়ারি, ২০২৫

চিত্রশিল্পী অতুল বসু

সীমা রায়চৌধুরী : অতুল বসু (১৮৯৮-১৯৭৭) প্রতিকৃতি, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি ও সরল মনোরম পল্লীদৃশ্য রিয়ালিস্টিক ধারায় উপস্থাপনার জনপ্রিয় চিত্রকর। অতুল বসুর জন্ম ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ সালে ময়মনসিংহে। ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন, ময়মনসিংহ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর তিনি কলকাতার জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমিতে পড়াশুনা করেন। এ অ্যাকাডেমি বাংলা জাতীয় স্কুলসমূহে বিদ্যমান পাঠ্যসূচির জায়গায় ভিন্ন ধারার পাঠ্যসূচি অনুসরণ করত। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠা এ অ্যাকাডেমি সমসাময়িক ব্রিটিশ চিত্র কলার ধারায় ছাত্রদের প্রশিক্ষত করতে আগ্রহী ছিল যা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ই. হ্যাডেল অনুসৃত ভারতীয় রীতি শিল্প আন্দোলনের বিপরীত ছিল। হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার ও ভবানীচরণ লাহা ছিলেন জুবিলি অ্যাকাডেমিতে তার সহপাঠী। অতুল বসু আর্টএর উপর লন্ডনে পড়াশুনা করার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

আত্ম প্রতিকৃতি শিল্পী অতুল বসু

১৯১৯ সালে ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব আর্ট প্রতিষ্ঠায় হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারকে সহায়তাকারী শিল্পীদের মধ্যে অতুল বসু ছিলেন একজন। ওয়াস টেকনিকে

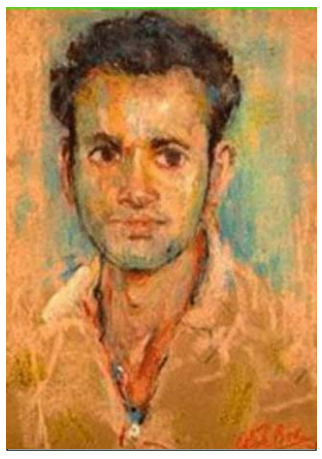

অঙ্কিত লিরিক্যাল থিম্প-এর সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখে রিয়ালিজম-এর ওপর গুরুত্ব আরোপ ও বাংলার স্কুলগুলিতে এর জনপ্রিয়তা সৃষ্টিতে কৃতিত্ব এ অ্যাকাডেমিই দাবি করে। তিনি ছিলেন এই একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং তিন বছরের জন্য (১৯৪৫ থেকে) সরকারী আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের দায়িত্বও পালন করেন। পরে তিনি ইন্ডিয়ান কলেজ অব আর্ট এন্ড ড্রাফ্সম্যানশিপএর পরিচালক নিযুক্ত হন।

শৈল্পিক অভিব্যক্তি বহিঃপ্রকাশে অতুল বসুর পছন্দের মাধ্যম ছিল তেলরং। তাঁর চিত্রকর্ম কোমল উপস্থাপনার জন্য চিহ্নিত ছিল, যা কিনা এমন এক শিল্পীর সৃষ্টি যিনি তাঁর পেশায় সূক্ষ্ম কারিগরি তারতম্য সম্বন্ধে সুজ্ঞাত। চিত্রের ডিটেইলে তুলি সূক্ষ্ম উপস্থাপনা তাঁর চিত্রকর্মের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

ভারত সরকারের বৃত্তিপ্রাপ্ত অতুল বসু উইন্ডসোর ক্যাসেল ও বাকিংহাম প্যালেসে সংরক্ষিত মূল বিষয়বস্তু থেকে প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কল্পনাপ্রবণ ও স্মৃতিজাগরুক 'Sphinx' (স্ফিংস, প্লাইউডে তেল রং) ও অত্যন্ত উঁচু মানের শৈল্পিক দক্ষতায় অঙ্কিত 'Self Protrait' (আত্মপ্রতিকৃতি, ১৯৪৫)। অতুল বসু ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিকৃতি ন্যায়সঙ্গত মূল্যে বিক্রির প্রস্তাব পান এবং এর ফলে তিনি বেশ কিছু গ্রাহক সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।

১৯২১ সালে ভবানীচরণ লাহার সহায়তায় অতুল বসু 'সোসাইটি অব ফাইন আর্টস' প্রতিষ্ঠা করেন, যা প্রচলিত প্রাচ্য কলাচিত্রে কর্মতৎপরতা ও প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল। বোসু চিত্রকলায় প্রাতিষ্ঠানিক ধারাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছিলেন। সেকারণে তিনি খুব দ্রুত একজন প্রতিকৃতি শিল্পী হিসেবে পরিচিত লাভ করেন। ১৯৭০ সালে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডি.লিট সম্মান প্রদান করেন। অতুল বসুর মৃত্যু ১০ জুলাই ১৯৭৭ সালে।

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের বার্ষিক সমাবর্তন ও শিল্পকলা অনুষ্ঠান - ২০২৫

সম্প্রতি সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের বার্ষিক সমাবর্তন ও শিল্পকলা অনুষ্ঠানের বার্ষিক চিত্র কর্মশালা, নৃত্যানুষ্ঠান ও গুনীজন সম্বর্ধনা ২৩/০১/২০২৫ অনুষ্ঠিত হলো সল্টলেকের লবণহ্রদ বিদ্যাপীঠ (এডি স্কুল) ও বিডি অডিটোরিয়ামে (লবণহ্রদ মঞ্চ বিডি পার্ক) এই মহতী কর্মশালায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ১২০০ প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। এ,বি, সি, ডি,ই এই পাঁচটি গ্রুপে অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়। প্রতি গ্রুপের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় থেকে শুরু করে ১৫তম (মোট ৭৫ জন) স্থানাধিকারীদের পুরস্কার ও শংসাপত্র দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। এদিনের বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী অরুণ কুমার চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ রেখাচিত্রম। অশোক মল্লিক, আশিষ রহমান, সৃজা রহমান, এবং কৌস্তুভ দত্ত মহাশয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী শ্রীমতি দেবযানী, শ্রীমতি চৈতালী বিশ্বাস, ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সুন্দরবন বইমেলার সম্পাদক সঞ্জিত জোতদার, ছিলেন মুকুল বিশ্বাস। আইনজীবী সুপ্রিমকোর্ট, বিশেষ সরকারি কৌসুলি।পশ্চিমবঙ্গ।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুনিপুণভাবে সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট কবি ও বাচিক শিল্পী পাপিয়া মল্লিক।

ছবি আঁকো, ছবি পাঠাও

প্রিয় শিশু ও কিশোর বন্ধুরা,

প্রকৃতি আমাদের চারিদিকের পরিবেশকে সুন্দর শিল্পকলার মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় ও মনোমুগ্ধকর সৃষ্টিতে ভরিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির এই সৃষ্ট শিল্পকলাই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমরাও শিল্পকলার মাধ্যমে পরিবেশকে সুন্দর করে তুলতে পারি। এসো রঙে, রেখায় ফুটিয়ে তুলি এই প্রকৃতিকে। তাই আর দেরি না করে তোমাদের আঁকা শিল্পকলা / ছবি পাঠিয়ে দাও আমাদের পত্রিকা দপ্তরে।

চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির

আনন্দ-অঙ্গন

সম্পাদকীয়

পৃথিবীতে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাঙা-গড়া উত্থান-পতন সবকিছুর মধ্যেই লুকিয়ে আছে শিল্প। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সমূহ সৃষ্টি, স্থিতি, অবস্থা ক্রমবিকাশের মধ্যেই লুকিয়ে আছে শিল্প। পৃথিবীর যাবতীয় জাগতির গুণ, মানবিক আবেদন আর জীবনজগতের আচরণের মধ্যে লুকিয়ে আছে শিল্প। আর সেইসব ঘটনাবলী চিত্রিতরূপে ধরে রাখার জন্য ছবি আঁকার প্রয়োজন। বিভিন্ন সময়ে ছবি বিভিন্ন কালের ছবি বিভিন্ন কালের বা যুগের দর্পন।

ছবির মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতি আলো ফেলা যায়। গুহাচিত্রের পর এল মাটির দেওয়াল, তালপাতা আর কাঠের পাটা। চিত্রপটে যুগে যুগে এলো আদিম শিকারি জীবন, কৃষিকাজের যুগ, রাজা-বাদশা জীবন। প্রাধান্য পেল কখনো কখনো নর্তকী দেবদাসী। আধুনিক যুগে এল দরিদ্র মানুষের কথা, আনন্দের কথা, সংগ্রামের কথা, লড়াইয়ের কথা, ছবিতে স্থান মহাযুদ্ধের বিষয় আর যন্ত্রসভ্যতার কথা। শিল্পের গুণ ও গুরুত্ব ফুটে উঠলো তখনই যখন শিল্প মানুষের জীবনের দিককে তুলে ধরলো।

অবশেষের প্রেম

মণিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দক্ষিণা বাতাস নিয়ে আসে
অবশেষের প্রেম!

মৌমাছির গুঞ্জন,
কোকিলের কুহুতান
সুরেলা করে তোলে
প্রকৃতির প্রেমের উদ্যান।

নিবিড় একাকিত্বে রামধনু রং
দিয়ে যায় সেই বার্তা
ঘুচিয়ে জীবনের অন্ধকার,
বলে যায় কিসের অপেক্ষা?

সমর্পন করো নিজের বাকি জীবন,
প্রকৃতির স্বার্থহীন প্রেমের দিগন্তে,
কুড়িয়ে নাও তার আশীসের শিশির কণা,
ভুলে গিয়ে জীবনের সব চাওয়া পাওয়ার
হিসাব নিকাশ।

হয়তো জানো

পার্বতী ভট্টাচার্য

হয়তো তোমরা জানো,
মানো বা না মানো,
আমি মানি আকাশে তে বাস করে এক কবি,
তাঁরই বীণার সুরে সুরে
পৃথিবীটা বেড়ায় ঘুরে
প্রকৃতি মা লেখেন বসে কত কথার ছবি।

এক ফোঁটা শিশির

আশিষ হাজরা

আকাশের মতো নয়
সবুজ একটা ঘাসের মতো
আমার গায়ে লেগে থেকো
নিস্তব্ধ, নিকষ কালো রাতে
আর তাহলে একা লাগবে না
সাগরের মতো নয়
এক ফোঁটা শিশিরের মতো
তোমার অশ্রু ভিক্ষা করি
আর তাহলে চাতক থাকবো না
পাহাড়ের মতো নয়
একটা শীতল পাথরের মতো
স্পর্শ করো কখনো আমায়
আর তাহলে ঘামে ভিজবো না

অতলে

অহনা বেরা

বৃক্ষেরও বিষাদ আছে -
আছে মনে ভয়,
সাগরেরও কম্পন আছে -
আছে কত সংশয়!

দিশাহীন বুকের ভিতর
আছে কত দ্বন্দ্ব,
প্রাণহীন জীবনে ভরা
আছে কত রঙ্গ!

স্বপনের রং আছে,
আছে কত ছবি,
বিচ্ছেদের সুখ আছে -
আছে সুপ্ত দাবী।

অরণ্যের গভীর শিকড়
আছে মাটির তলে,
শব্দের সব প্রতিধ্বনি
হারায় গহীন কালে।

তুমিহীনা

শমী তরফদার

তুমি হীনা আমি
অসীম শূন্যতায় দুলি,
অভিমানে মুখ লুকালেও,
জড়িয়ে ধরে ভুলি।
তুমি হীনা আমি
ভিতরে বাইরে পুড়ি
অনন্ত অভিমানে
নিরন্তর মরি।
তুমি হীনা আমি
তিমির আঁধারে ডুবি
নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে
নিঃসঙ্গতায় ভুগি।

স্মৃতিচারণ

সায়ন দে

আজও কি তোমার মনে পড়ে?
এমনি এক বসন্তে,
দেখা হয়েছিল দুজনাতে।

বসে ছিনু পুকুর পাড়ে ...
জড়ায়ে বক্ষে তোমারে,
হৃদয় নিমজ্জিত কেবলই তোমাতে!

ভাবনাতে দোষ নেই

গৌতম সরকার

গাছে গাছে হতো যদি
রসে ভরা সন্দেশ।
গাছগুলো মিষ্টিতে
মধুময় হতো বেশ।।

ক্ষীরের সাগর হলে,
কি যে মজা হতো ভাই।
অনাহারে থাকতো না,
ক্ষীর খেতো সব্বাই।।

থৈ থৈ হতো যদি,
পুকুরেতে রাজভোগ।
তবে সব কপালেতে,
লেখা যেতো রাজযোগ।।

গুল্মলতার ডালে,
যদি হতো সিঙ্গারাটা।
খাওয়াটা দারুণ হতো,
গরম সে টাটকা টা।।

আকাশের বৃষ্টিতে,
পড়ে যদি দানাদার।
তার চেয়ে হয় নাকি,
আর কিছু মজাদার।।

উদ্ভট চিন্তাতে,
বিদঘুটে এইসব।
এসে গেলে লিখে রাখি,
মজা করি অনুভব।।

মনে মনে ভাবলেই,
কত কিছু ভাবা যায়।
লোকে বলে দোষ নেই,
কবিদের ভাবনায়।।

আনমনা বিকেল

শান্তিরঞ্জন দে

এখন প্রতিটি বিকেল
কেমন আনমনা উদাসীন
মুগ্ধতার আবেশে মন
চায় না হতে সৌখিন।

বয়সের ভারে বিষণ্ণ মন
ভালো লাগার ছোঁয়ায়
আগের মতো উচ্ছ্বাসে
বুঝি মেতে উঠতে চায়।

কৈশোরের বিকেলগুলোয়
সবান্ধবে ঘোরাঘুরি মস্করা
প্রাণবন্ত সুখ এসে অনায়াসে
প্রায়শই হৃদয়ে দিতো ধরা।

সময়ের স্রোতে চলেছি ভেসে
সাধের বিকেল মনমরা
নেই সুখ পরিপাটি আর
স্বপ্নেরা সব আজ অধরা।

শবাধার

সুশীল মণ্ডল

শবাধার পৃথিবীতে একটি বৃহৎ গল্পের মত
শূণ্যতা প্রাণহীন
সমাজ সংসার দেশের কোন বিভাজন চোখে
পড়ে না।

যমুনার জলে ভাসে বিস্তর শুকনো ফুল
প্রাচীন দিনের মনে হয়।
নক্ষত্রের আলো বাসি কোলাহলে কেঁপে যাচ্ছে
নিরন্তর।

বৃষ্টির সাহচর্যে কতদিন মানুষ ফলে না
মস্ত ভালবাসার বইগুলো নিথর হয়ে শুয়ে থাকে,
রেল লাইন দেখার কোন দৌড় নেই।

আমার চোখে কবিতা আর তুমি

সুচরিতা চক্রবর্তী

নিশুতি রাতে একটা সুন্দরী গাছের কোলে এক টুকরো জোছনা।
সামনে শান্ত মাতলায় অব্যক্ত ক্লান্ত ঢেউ ভাঙছে ছলাৎ।
শরের জঙ্গলে বুনো হাঁস কথা বলে চাঁদের কলঙ্ক মেখে।
কোথায় যেতে চাইছো পৃথিবী প্রেমের হিজল বন ফেলে?
আমি অগ্রহায়ণে শীতের গোলাপি ধূসরতা মেখে দেশলাই খুঁজি।
বেগুনি হতে হতে কাঁচপোকার ডানায় পেয়েছি একটু আগুন।
আমাকে ভালোবেসে ঠিক কতটা ব্যথা পেলে প্রিয় কবিতা!

শৈশবে শিক্ষার আনন্দ

নীতা কবি মুখার্জী

হিন্দু মুসলিম সব বাচ্চাই একসাথে যায় ইস্কুলে
আনন্দে হয় মাতোয়ারা, জাতবিচার যায় ভুলে।
হাসতে খেলতে হেলতে দুলতে শিখে জীবনের ধারা,
শিশুর হাসি অমূল্য ধন আকাশের তারার পারা।
হিংসা বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে মানুষ হওয়ার শিক্ষা দাও,
নেতাজীর মত সাহসী আর স্বামীজীর দীক্ষা নাও।
ভবিষ্যতের কাণ্ডারী তারা দেশের হাল ধরতে হবে,
সুন্দর, সুঠাম, সুশীল সমাজ গড়ে উঠবে তবে।

বেঁচে থাকে প্রেম

অর্পিতা ঘোষ পালিত

বলেছিলে, সম্পর্কের আয়ু হবে গৌরবগাথা
ভালোবাসার অস্ত্রে শান দিয়ে
দিন-রাত একে একে পেরিয়ে যাচ্ছে
আস্থা নিয়ে গড়ে তোলা রংধনুর সাতরঙে
কত ডিগ্রি বিচ্ছেদ জ্বরে
আগুন লাগে। কেউ মাপেনি
বড় কষ্ট আগুনে
ত্যাগ ও ক্ষমা কিছুই বুঝি না
কতদিন উপবাসে দ্রবীভূত উদযাপন
জল না পেলে দেহরস শুকিয়ে যায়
বিষাদ অভিমানী প্রেম নামমাত্র আলো নিয়ে
বেঁচে থাকে বছর বছর।

একজন ছাত্রের শুধু পাঠ্যপুস্তক পড়ে শিক্ষিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি শিল্পকলা এবং বাস্তবমুখী শিক্ষার জ্ঞান থাকাও আবশ্যক।

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের বার্ষিক সমাবর্তন ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার ফলাফল -২০২৫

গ্রুপ-A

গ্রুপ - A প্রথম
রচিতা মন্ডল। সঙ্গীতা আর্ট স্কুল

গ্রুপ - A দ্বিতীয়
রুশাঙ্ক সিংহ রায়। ফিউশন আর্ট সেন্টার

গ্রুপ-A

গ্রুপ - A তৃতীয়
ঐশী নাথ। চিত্রক আর্ট একাডেমী

গ্রুপ-A

গ্রুপ - A চতুর্থ
সানভি সাহা। সায়নী শিল্পালয়া

গ্রুপ - A পঞ্চম
ঐশী দাস। চিত্রশিল্পী আর্ট স্কুল

গ্রুপ - A ষষ্ঠ
অভিযান মন্ডল। সায়নী শিল্পালয়া

গ্রুপ - A সপ্তম
রনক বিশ্বাস। প্রতিভা আর্ট একাডেমী

গ্রুপ - A অষ্টম
অভিষিক্তা দেবনাথ। সঙ্গীতা আর্ট স্কুল

গ্রুপ - A নবম
সুলগ্না পাল। রং তুলি আর্ট অ্যান্ড কালচার

গ্রুপ - A দশম
অনুশ্রী সাহু। আশা চিত্রলতা আর্ট স্কুল

গ্রুপ - A, ১১তম
নয়ন বিশ্বাস। বীনাপানি অঙ্কন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

গ্রুপ - A, ১২তম
দিপ্তী মন্ডল। রেখাঙ্কন

গ্রুপ - A, ১৩ তম
প্রত্যুষা জোয়ারদার। রেখাঙ্কন

গ্রুপ - A , ১৪ তম
রায়ান দেবনাথ। সেন্টার অফ আর্ট ফাউন্ডেশন

গ্রুপ - A - ১৫ তম
অদৃতি চক্রবর্তী। শিল্পকলা আর্ট স্কুল

গ্রুপ-B

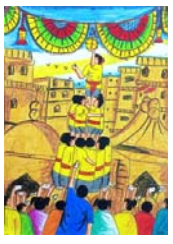

গ্রুপ -B, প্রথম
আফরিন খাতুন। রিতা আর্ট একাডেমী

গ্রুপ - B, দ্বিতীয়
রিজু মন্ডল। রেখাঙ্কন

গ্রুপ-B

গ্রুপ - B, তৃতীয়
তিতলি মিদ্দে। প্রতিভা আর্ট একাডেমী

গ্রুপ-B

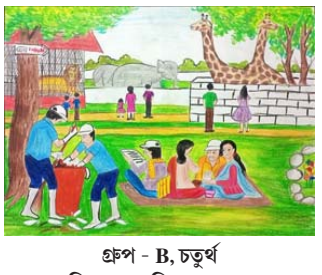

গ্রুপ - B, চতুর্থ
শশি ঘোষ। চিত্রকলা কেন্দ্র

গ্রুপ - B, পঞ্চম
ঈশিতা দাস। চিত্রশিল্পী আর্ট স্কুল

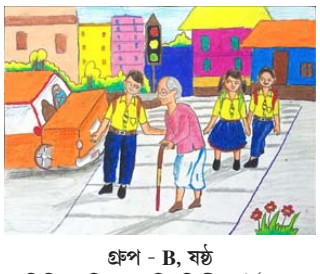

গ্রুপ - B, ষষ্ঠ
রিশিতা বিশ্বাস। চিত্রশিল্পী আর্ট স্কুল

গ্রুপ - B, সপ্তম
দিগঙ্গন ধাড়া। সুনন্দা আর্ট একাডেমী

গ্রুপ - B, অষ্টম
সুমৌলি মন্ডল। চিত্রশিল্পী আর্ট স্কুল

গ্রুপ - B, নবম
আয়ুষ দাস। বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

গ্রুপ - B, দশম
স্বপ্নিল ঘোষ। চিত্রশিল্পী আর্ট স্কুল

গ্রুপ - B,১১তম
অনুকৃতি দাস। কলকাতা আর্ট একাডেমী

গ্রুপ - B, ১২তম
অঙ্কিত ভৌমিক। চারুকলা আর্ট স্কুল

গ্রুপ - B, ১৩তম
অভ্রনীল রায়। সঙ্গীতা আর্ট স্কুল

গ্রুপ - B, ১৪তম
স্নেহা সরকার। সায়নী শিল্পালয়া

গ্রুপ - B, ১৫তম
দিক্ষা তসনিয়ল। ফিউশন আর্ট সেন্টার

গ্রুপ-C

গ্রুপ - C, প্রথম
দেবজ্যোতি বসাক। সেন্টার অফ আর্ট ফাউন্ডেশন

গ্রুপ - C, দ্বিতীয়
সুজিত সরকার। বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

গ্রুপ-C

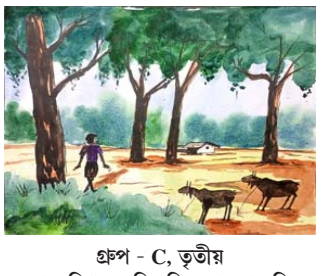

গ্রুপ - C, তৃতীয়
সায়ন বিশ্বাস। বালিয়া শিল্পকলা একাডেমি

গ্রুপ-C

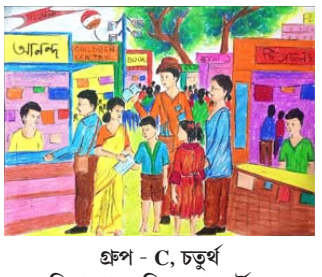

গ্রুপ - C, চতুর্থ
অত্রিকা পাল। শিল্পকলা আর্ট স্কুল

গ্রুপ - C, পঞ্চম
স্নিগ্ধা রায়। সঙ্গীতা আর্ট স্কুল।

এরপর ৩ পাতায়

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের বার্ষিক সমাবর্তন ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার ফলাফল -২০২৫

গ্রুপ-C

গ্রুপ - C, ষষ্ঠ
লিয়ন্তি পান্ডে। বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

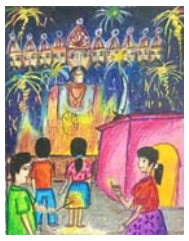

গ্রুপ - C, সপ্তম
অলংকৃতা সিনহা। অঙ্কন অঙ্গন আর্ট স্কুল।

গ্রুপ - C, অষ্টম
দিপিকা শীল। সেন্টার অফ আর্ট ফাউন্ডেশন।

গ্রুপ - C, নবম
তিলোত্তমা তরফদার। তীর্থঙ্কর আর্ট একাডেমী।

গ্রুপ - C, দশম
সায়িবা পারভিন। শিল্পকলা আর্ট স্কুল

গ্রুপ - C, ১১তম
সৌভীক সেন। সায়নী শিল্পালয়া

গ্রুপ - C, ১২তম
সোহিনী হালদার। চিত্রাঞ্জলী

গ্রুপ - C, ১৩তম
মেঘনা মন্ডল। নোনা মাটির আঁকিবুঁকি

গ্রুপ - C, ১৪তম
অনুরাগ গোস্বামী। সঙ্গীতা আর্ট স্কুল

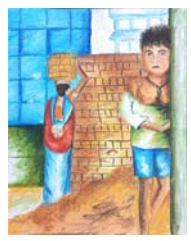

গ্রুপ - C, ১৫তম
তমালিকা সরকার। বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

গ্রুপ-D

গ্রুপ - D, প্রথম
অন্তরা পাল। আদর্শ চিত্রকলা

গ্রুপ - D, দ্বিতীয়
দিশা সরকার। বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

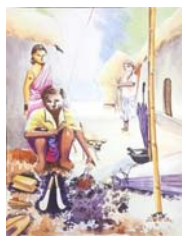

গ্রুপ - D, তৃতীয়
দ্রুপ সমাজদার। রেখাঙ্কন

গ্রুপ - D, চতুর্থ
শ্রেয়সী মজুমদার। বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

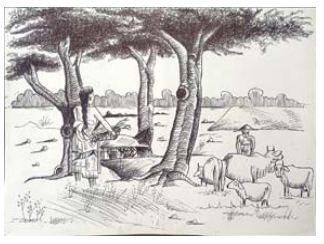

গ্রুপ - D, পঞ্চম
নবনীতা মল্লিক। রঙের খেয়া

গ্রুপ - D, ষষ্ঠ
অন্নেশা বিশ্বাস। বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

গ্রুপ - D, সপ্তম
ত্রিশানী বনিক। বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

গ্রুপ - D, অষ্টম
দিক্ষা দাস। বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

গ্রুপ - D, নবম
শুভমিতা পাল। আঁকি বুঁকি

গ্রুপ - D, দশম
সৃষ্টি ঘোষ। চারুকলা আর্ট স্কুল

গ্রুপ -D, ১১তম
সিঞ্জিনী ধর। বীণাপাণি অঙ্কন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

গ্রুপ -D, ১২তম
সর্ণাভ বেরা। প্রতিভা আর্ট একাডেমী

গ্রুপ -D, ১৩তম
অহনা পাল। আদর্শ চিত্রকলা

গ্রুপ - D, ১৪তম
দীপ মজুমদার। শিল্পকলা আর্ট স্কুল

গ্রুপ - D, ১৫তম
সৌমি মল্লিক। রঙের খেয়া

গ্রুপ-E

গ্রুপ - E, প্রথম
শৈমী মজুমদার। বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

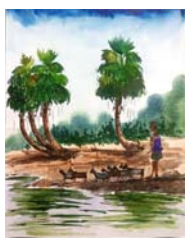

গ্রুপ - E, দ্বিতীয়
দেবলীনা সাধুখাঁ। বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

গ্রুপ - E, তৃতীয়
স্নেহা সাহা। সঙ্গীতা আর্ট স্কুল

গ্রুপ - E, চতুর্থ
সুদীপ্ত বেরা। রীতা আর্ট একাডেমী

গ্রুপ - E, পঞ্চম
দেবব্রত দাস। নোনা মাটির আঁকি বুঁকি

গ্রুপ - E, ষষ্ঠ
কোয়েল কাপুড়িয়া। পামেলা প্রকৃতি প্রনয়ণ আর্ট স্কুল

গ্রুপ - E, সপ্তম
দেবস্মিতা মন্ডল। পামেলা প্রকৃতি প্রনয়ণ আর্টস্কুল

গ্রুপ - E, অষ্টম
খুসনুয়া পারভিন। বারাসাত সুচিত্রম

গ্রুপ - E, নবম
ছন্দা বৈদ্য। শান্তি আর্ট সেন্টার

গ্রুপ - E, দশম
দিশা সুত্রধর। বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

এরপর ৫ পাতায়

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের বার্ষিক সমাবর্তন ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার ফলাফল -২০২৫

গ্রুপ-E

গ্রুপ - E, ১১তম
মৌমিতা বিশ্বাস। চিত্রশিল্পী আর্ট স্কুল

গ্রুপ-E

গ্রুপ - E, ১২তম
সুপর্ণা বিশ্বাস। সায়নী শিল্পালয়

গ্রুপ-E

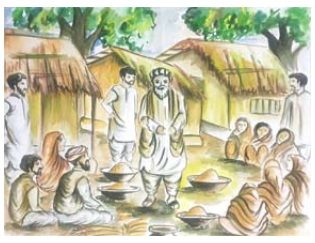

গ্রুপ - E, ১৩তম
জয়শ্রী দাস। চিত্রাঞ্জলী

গ্রুপ - E, ১৪তম
সৌম্যদীপ পাল। নোনা মাটির আঁকিবুঁকি

গ্রুপ - E, ১৫তম
মনীষা মজুমদার। শান্তি আর্ট সেন্টার

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের ২০২৪ সালের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অঙ্কন প্রতিযোগিতার ফলাফল

গ্রুপ- A
প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - সানভি সাহা
স্কুল - সায়নী শিল্পালয়া
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - রোনক বিশ্বাস
স্কুল - প্রতিভা আর্ট একাডেমী
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - প্রত্যুষা জোয়ারদ্দার
স্কুল - রেখাঙ্কন
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - ঐশি নাথ
স্কুল - চিত্রক আর্ট একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - সায়ন্য আচার্য
স্কুল - চিত্রদানী আর্ট স্কুল
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - অনুষ্কা সাউ
স্কুল - বারাসাত সুচিত্রম
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - দেবাঙ্গন দাস
স্কুল - রং তুলি আর্ট অ্যান্ড কালচার
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - ঐশি বণিক
স্কুল - ম্যাডোনা আর্ট স্কুল

গ্রুপ- B
প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - স্বপ্নিল ঘোষ
স্কুল - চিত্র শিল্পী আর্ট স্কুল
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - শ্রেষ্ঠা কর
স্কুল - আশা চিত্রলতা আর্ট স্কুল
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - অনন্যা ঘোষ
স্কুল - চারুকলা আর্ট স্কুল
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - কৃষ্ণেন্দু সরকার
স্কুল - শিল্পকলা আর্ট স্কুল
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - সৌরজিৎ কুন্ডু
স্কুল - প্রান্তিক আর্ট সেন্টার
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - সোহম দাস
স্কুল - চিত্রকলা আর্ট একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - অন্বেষা হালদার
স্কুল - রেনবো একাডেমী অব ফাইন আর্ট
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - সৃজন নাথ
স্কুল - কলকাতা আর্ট একাডেমী

গ্রুপ- C
প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম -মৈনাক দেবনাথ
স্কুল - তীর্থঙ্কর আর্ট একাডেমী
দ্বিতীয় -রৌপ্য পদক
নাম - স্নিগ্ধা দত্ত
স্কুল - সঙ্গীতা আর্ট স্কুল
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - সৌমি পাল
স্কুল - শান্তিপুর আর্ট কলেজ
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - অংশু মন্ডল
স্কুল - চিত্রায়ন
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - অর্ণব দাস
স্কুল - ক্রিয়েটিভ মাইন্ড আর্ট স্কুল
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - সৌরভ প্রামাণিক
স্কুল - আদর্শ চিত্রকলা
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - দেবযানী বিশ্বাস
স্কুল - শান্তি আর্ট সেন্টার
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - মোনালী অধিকারী
স্কুল - চিত্রাঙ্গন আর্ট একাডেমী

গ্রুপ- D
প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - দিশা সরকার
স্কুল - বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - তৃশানী বনিক
স্কুল - বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - দেবব্রত দাস
স্কুল - নোনামাটির আঁকিবুঁকি
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - শুভমিতা পাল
স্কুল - আঁকিবুঁকি
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - মৌলি ঘোষ
স্কুল - অঙ্কন শিক্ষাকেন্দ্র
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - চারু দাস
স্কুল - চারুকলা আর্ট স্কুল
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - সন্দীপ সাহা
স্কুল - বাগা আঁচড়া আর্ট স্কুল
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - নয়না দাস
স্কুল - চিত্র নিকেতন আর্ট স্কুল

গ্রুপ- E
প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - মৌ বাড়ই
স্কুল - বীনাপাণি অঙ্কন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - দেবস্মিতা মন্ডল
স্কুল - পামেলা প্রকৃতি প্রণয়ন আর্ট স্কুল
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - দিশা মন্ডল
স্কুল - সুনন্দা আর্ট একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - রিয়া মন্ডল
স্কুল - চিত্রকলা কেন্দ্র
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - নীলাঞ্জনা মন্ডল
স্কুল - কলালয়
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - অনল মান্ডি
স্কুল - অঙ্কন শিক্ষা কেন্দ্র
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - কঙ্কনা মাইতি
স্কুল - রীতা আর্ট একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - প্রদীপ জানা
স্কুল - সরস্বতী শিল্পায়ন

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের ২০২৪ সালের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নৃত্য প্রতিযোগিতার ফলাফল

গ্রুপ - A - প্রথম - তনুশ্রী মিত্র, সৃজন ডান্স একাডেমী, স্বর্ণ পদক
গ্রুপ - A - দ্বিতীয় - রাজন্যা ঘোষ, নৃত্যাঞ্জলী, রৌপ্য পদক
গ্রুপ - A - তৃতীয় - শিবাঙ্গী সাহা, শিবাঙ্গী ডান্স একাডেমী, ব্রোঞ্জ পদক
গ্রুপ - A - তৃতীয় - স্নেহা চক্রবর্তী, সুতৃষ্ণা নৃত্য নিকেতন, ব্রোঞ্জ পদক

গ্রুপ - B - প্রথম - ডলি সেনগুপ্ত, কলকাতা ডান্স একাডেমী, স্বর্ণ পদক
গ্রুপ - B - দ্বিতীয় - ঋতুজা রায়, নটরাজ ডান্স একাডেমী, রৌপ্য পদক
গ্রুপ - B - তৃতীয় - সোহিনী আচার্য, ছন্দা ডান্স একাডেমী, ব্রোঞ্জ পদক
গ্রুপ - B - তৃতীয় - শ্রুতি চক্রবর্তী, নৃত্যশ্রী, ব্রোঞ্জ পদক

গ্রুপ - C - প্রথম - সুমিত্রা মহাজন, মধুমিতা ডান্স একাডেমী, স্বর্ণ পদক
গ্রুপ - C - দ্বিতীয় - তিতির সরকার, কিন্নরদল কলা কেন্দ্র, রৌপ্য পদক
গ্রুপ - C - তৃতীয় - পৌষালি ভৌমিক, নৃত্য মঞ্জুরী, ব্রোঞ্জ পদক
গ্রুপ - C - তৃতীয় - তানিষ্কা কর, নৃত্যাঙ্গন ডান্স একাডেমী, ব্রোঞ্জ পদক

গ্রুপ - D - প্রথম - সুচিস্মিতা কর্মকার, সত্যম নৃত্যাঙ্গন, স্বর্ণ পদক
গ্রুপ - D - দ্বিতীয় - রেঁনেসাস চ্যাটার্জী, শম্ভুনাথ ডান্স একাডেমী, রৌপ্য পদক
গ্রুপ - D - তৃতীয় - নন্দিনী পাল, কলকাতা ডান্স একাডেমী, ব্রোঞ্জ পদক
গ্রুপ - D - তৃতীয় - অদ্বিতীয়া দে, কলকাতা ডান্স একাডেমী, ব্রোঞ্জ পদক

উহ্য কথা

পারমিতা রায়

যা আজ জানা হলো না
তা না জানাই ভালো

আজ যা বলা হলো না
থাক সেটা উহ্য

সে যদি সত্যি হয়
সূর্যের আলোর
ন্যায় প্রকাশিত

মিথ্যা ধূসর,
চাঁদের কালিমালয়
ভয়, মন খারাপ!
সেটাও তো প্রেম ...

গল্পে চিরকাল তার জয় ...

শৌনক সরকার, ব্যাঙ্গালোর

অপরাধীদের শিল্পচর্চা-১

রতনদের আঁকা ল্যান্ডস্কেপ দেখে কে বলবে ওরা খুনী?

নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত সংখ্যার পর

একটা ছবি শেষ হতে না হতেই পরের ছবির জন্য ওরা প্রস্তুতি নিতে থাকে। সারাদিন মনে মনে অপেক্ষা করে কখন পাঁচটা বাজবে, কখন স্টুডিও খুলবে। এই ক্রমাগত ছবি আঁকার ইচ্ছাটাই ওদের ভেতরের প্রেরণা। শিল্পচর্চার প্রকৃত আনন্দও ওরা পায় এখান থেকেই।

তপন ফার্স্ট ইয়ারের কলেজে পড়ার সময় ধরা পড়েছিল খুনের অপরাধে। জেলের মধ্যেই আস্তে আস্তে বিএ, এম (পলিটিক্যাল সায়েন্স) পাস করেছে। একদিন আমাকে বলেছিল— 'কেন অনবরত ছবি করতে চাই জানেন? জেলের মধ্যে আমরা বাড়ির খবর সব সময় তো পাই না। মাঝে মাঝে বাড়ির জন্যে মন কাঁদে। ছোট ভাইটার কী হল, বোনটা কত বড় হল, কিংবা কারো অসুখ হলে তারা কেমন আছে, বাবা মা কেমন আছে— এই রকম যখন মনে হতে থাকে, খবরের জন্য মন খারাপ হয়ে যায়। ছটফট করি। একসময় মন ভীষণ অশান্ত হয়ে যায়। আর তখনই ছবি আঁকতে বসি। আঁকতে আঁকতে ছবির জগতে ডুব দিই। কোথা দিয়ে সময় কেটে যায় টেরই পাই না।'

বন্ধ জীবনে যখন ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে থাকাটা প্রায় অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, তখনও মনে মনে ওরা প্রকৃতিকে কীভাবে যে খুঁজে চলে, তারই প্রকাশ থাকে ওদের ছবির বিষয়বস্তু নির্বাচনে। বিশাল প্রান্তর, রুক্ষ গাছ, ঝর্ণা, পাহাড়ের সারি— এমনি কত কী।

সেদিন রতন বলছিল— 'কী জানি কেন, আমার ঝরা পাতার ছবি আঁকতে খুব ভাল লাগে। শীতের গাছ, অসংখ্য ডালপালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাতাগুলো সব ঝরে পড়েছে। পিছনে পর্বতশ্রেণী, তাতে বরফ জমে রয়েছে। এই রকম ছবি আমি চার-পাঁচটা এঁকেছি। আরো নানাভাবে আশার ইচ্ছা হয়েছে।'

স্টুডিওতে দেখলাম সত্যিই নানারকমভাবে ও ঝরা পাতার ছবি এঁকে চলেছে। কথা প্রসঙ্গে জেনেছিলাম ওর নানা কাহিনী।

রতনের কথা

মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামের কাছে এক গণ্ডগ্রামে ওদের বাড়ি। নিজস্ব জমি আছে দু-চার বিঘে। ছোট কৃষক পরিবার। কী এক গোলমালে বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন হঠাৎ। রতন তখন বারো, তেরো বছরের ছেলে। বাড়ির বড় ছেলে ও-ই। লেখা পড়া ছাড়তে হল ক্লাস সিক্সেই। তারপর গ্রামেই এটা সেটা করে। ওটুকু জমির ফসলে বছরের কটা দিনই বা চলে! অভাবের সংসার, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। ওর যখন সতেরো-আঠারো বছর বয়স তখন বন্ধু-বান্ধব বুদ্ধি দিল— 'দুটো পয়সার মুখ দেখতে চাস তো কলকাতা যা। ওখানে পয়সা বাতাসে ওড়ে।'

রতন চলে এল কলকাতায়। দু-চার দিন ঘোরাঘুরি করতে করতে লাইন পেল। সঙ্গের বহু কষ্টে জোগাড় করা শ'দুই টাকা দিয়ে মনোহারি মাল কিনল। কোনদিন হাতিবাগানের মোড়ে দোকান দেয়, কোনদিন আবার শ্যামবাজারের মোড়ে। সারাদিন মাল বেচে কোনদিন দশ-পনের টাকা হয়, আবার কোনদিন বউনিই হয় না। ফুটপাতের হকারির জীবন। দিনের শেষে সন্ধ্যায় দোকান গুটিয়ে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়। আস্তে আস্তে বন্ধু-বান্ধব জুটল কলকাতাতেও। একটু আধটু নেশাও শুরু হল। তারপর যা হয়। ওই এলাকায় একদল সিনেমার ব্ল্যাকার ছিল। রতনের বন্ধুদের জন্য সিনেমার টিকিট চাইলে ওরা গোঁসা করে। ঝগড়া বাধে। কে বড় মস্তান! শেষে একদিন ছুরি চালাচালি। পরিণামে ওর প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যু হল ওর লোহার ডাণ্ডার আঘাতে। খুনের অপরাধে যাবৎজীবন কারাদন্ড হল রতনের।

অথচ কত স্বপ্ন ছিল ওর। ছোট বোনের ভাল বিয়ে দেবে। ভাই দুটোকে লেখাপড়া শেখাবে। ওরা মানুষ হলে আস্তে আস্তে বাড়ির অভাব দূর হবে। কিন্তু কোথা থেকে যে কী হল! সব স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। বোনের বিয়ে হয়েছে বহু কষ্টে, ভাইদের কাছ থেকে শুনেছে ও। ছোট ভাই কোনরকমে একটা পিওনের কাজ জোগাড় করেছে। মাঝে মাঝে দেখা করে যায়। ভাইয়ের দিকে তাকালে রতনের কান্না পায়। ময়লা জামা-কাপড়, যেন ওর থেকেও বুড়ো হয়ে গেছে।

ক্রমশঃ

ভ্রমণে সাগর দ্বীপ

মাধুরী সাহানা

সাগর দ্বীপ। গঙ্গাসাগর পূণ্যভূমি। প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ এই তীর্থের উদ্দেশ্যে বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছে। সুন্দরবনের গভীর অরণ্য ও গঙ্গা নদী বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমে এই দ্বীপটি অবস্থিত। বর্তমানে গঙ্গাসাগর যাত্রা পথের দুর্গমতা অনেক কমে গেছে। পথ অনেক সহজ হয়েছে। স্থলপথে রেলগাড়ি বাস টোটো ও জল পথে স্টিমারে এক বেলার মধ্যেই সাগর দ্বীপ পৌঁছে যাওয়া যায়। এই অঞ্চলের সুন্দরবনে ঘন জঙ্গলে এখন অল্পকিছু গাছগাছালি চোখে পড়ে। বন্য জন্তু বা দস্যু সে সব গল্পের কথা হয়ে গেছে। শুধুমাত্র তীর্থের মাহাত্ম্য নিয়ে কপিলমুনির আশ্রমকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তর দিন গঙ্গাসাগর মেলা বসে। কপিলমুনি ছিলেন ভারতীয় দর্শনের আস্তিক শাখার সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তক। শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে কপিলমুনির উল্লেখ করেছেন। সাংখ্য দর্শনের তত্ত্বে এক বিরাট চৈতন্যময় পরম সত্ত্বা যিনি স্বাধীন মুক্ত ইন্দ্রিয় উপলব্ধির বাইরে এবং জড় রূপে সত্ত্ব রজঃ তম এই ত্রিগুণের আঁধার প্রকৃতির কথা উল্লেখ আছে।

সাংখ্য দর্শন চৈতন্য ও জড় জগতের মধ্যে আধ্যাত্মিক সীমারেখা বর্ণনা করে। সাংখ্য দর্শনের প্রবক্তা রূপে কপিলমুনির উল্লেখ আছে। এ ছাড়াও যুগ যুগ ধরে এক পৌরাণিক কাহিনি প্রচলিত বিশ্বাস হিন্দু ধর্মে রয়েছে এই কপিলমুনিকে আশ্রয় করে। রামচন্দ্রের পূর্ব পুরুষ সাগররাজা শত অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। এই সিদ্ধান্তে দেবরাজ ইন্দ্র বিচলিত বোধ করেন. তিনি সাগর রাজার যজ্ঞ বন্ধ করতে যজ্ঞের অশ্ব লুকিয়ে রাখেন কপিলমুনির আশ্রমে।

ক্রুদ্ধ সাগররাজা তার ৬০, ০০০ পুত্রকে নিয়োগ করেন অশ্ব খোঁজার কাজে। তারা অশ্বের সন্ধানে কপিলমুনির আশ্রমে এসে উপস্থিত হন। তাদের দ্বারা কপিলমুনির ধ্যানে বিঘ্ন ঘটে। এরপর কপিলমুনি সাগর রাজার পুত্রদের ভস্মীভূত করে নরকে প্রেরণ করেন। বহুবছর পর সাগর রাজার বংশধর অংশুমান যজ্ঞের অশ্ব খোঁজ পান কপিলমুনির আশ্রমে। অংশুমান কপিলমুনিকে তুষ্ট করে জানতে পারেন গঙ্গার জলে শ্রাদ্ধকর্ম করলে সাগর রাজার ৬০,০০০ পুত্র নরক থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু অংশুমান বা তার পুত্র দিলীপ গঙ্গাকে মর্তে আনতে সমর্থ হয়নি। দিলীপের পুত্র ভগীরথ ব্রহ্মা বিষ্ণুর আরাধনা করে তাদের আশীর্বাদ নিয়ে গঙ্গাকে পথ দেখিয়ে মর্তে আনেন। গঙ্গার পবিত্র জলে সাগররাজার সন্তানদের মুক্তি লাভ হয়।

জ্ঞান লাভের পর থেকেই গঙ্গাসাগর মেলার কথা প্রতিবছর শুনে এসেছি। টিভি রেডিও সংবাদপত্রে এই মেলার বৈচিত্র্য ও ঐতিহ্য বর্ণনা শুনেছি। কিন্তু কখনো কপিলমুনির আশ্রমে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। এই ১৩ নভেম্বর আমি আমার বোন এবং মেঘলা বেরিয়ে পড়ি সাগর দীপের উদ্দেশ্যে। আমরা অনলাইনে বুকিং করে ইয়ুথ হোস্টেল (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) একটা রুম পেয়ে যাই। আমাদের ইচ্ছা কপিলমুনির মন্দির দর্শন ও সাগরে পবিত্র স্নান করা। যদিও এই সময় মকর সংক্রান্তির সময় নয়। আমাদের ভ্রমণ পিপাসু মন এই কম্প্রোমাইজ টুকু করে নিল। আমরা হৃদয়পুর স্টেশন থেকে ৭.৪২এর দত্তপুকুর লোকাল ধরে শিয়ালদহ পৌঁছে গেলাম। শিয়ালদহ সাউথ শাখা থেকে নামখানা লোকাল ৯.১৬ মিনিটে ছাড়লো। অফিস টাইমে ভীড়ে ঠাসা ট্রেন। আমরা তিনজন তিনটি সিট পেয়েছিলাম কিন্তু সহযাত্রীদের সহযোগিতা করতে তাদের বসতে দিলাম। ট্রেন লক্ষ্মীকান্তপুর পৌঁছলে ভীড় কমে গেল। ট্রেনের জানালা দিয়ে সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি দেখতে দেখতে হকারদের থেকে টুকটাক খাবার কিনে খেতে খেতে পৌঁছে গেলাম নামখানা। তখন ঘড়িতে ১২.২৫ মিনিট।

নামখানা স্টেশনে সেলফি তোলার পর ডাবের জল আমাদের তৃপ্তি দিল। এরপর টোটো চড়ে পৌঁছে গেলাম ফেরিঘাট। লঞ্চের পেটের ভেতর ঢুকে বসে পড়লাম তিনজনের মোবাইল ক্যামেরা তাক করে। নদীর মোহনায় সুন্দর ঢেউগুলো মাছ ধরার ট্রলারদের ধাক্কা দিচ্ছিল। অনেকগুলো ট্রলার, পুলিশের লঞ্চ সাগরে যাচ্ছে দেখলাম। ভিডিও তুলতে তুলতে দেখি গাঙচিলের ঝাঁক খেলা করছে। লঞ্চের থেকে লোকজন মুড়ি ছুড়ে দিচ্ছে গাঙচিলদের জন্য। অপূর্ব যাত্রা পথের দৃশ্য। অথৈ সাগর, ঢেউ, মধ্যাহ্নের সূর্য, গাঙচিল আর কিছু ট্রলার দুচোখ জুড়িয়ে গেল। লঞ্চ আমাদের পৌঁছে দিল বেনুবন ফেরিঘাটে। আবার একটা টোটোয় চড়ে পৌঁছে গেলাম গঙ্গাসাগর কপিলমুনির মন্দিরের কাছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গেষ্ট হাউস ইয়ুথ হোস্টেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা ছিল। সুন্দর পরিপাটি সাজানো হাউজ। রুমে ঢুকে লাগেজ রেখে বেরিয়ে পড়লাম সমুদ্র সৈকতে বেলা সাড়ে তিনটের সময়। সমুদ্রে কিছুক্ষণ ঝাপাঝাপি করে আবার হোটেলে ফিরে স্নান করতে হলো। এবার পুজো দেওয়ার পালা। স্টল থেকে পুজোর সামগ্রী নিয়ে মন্দিরে গেলাম। সুন্দর সাজানো দেবতাদের মুর্তি। ভক্তিভরে পুজো করে শান্তি পেলাম। বেশি ভীড়ের পুজো করতে সমস্যা হয়। আমরা বেশ ফাঁকায় ফাঁকায় পুজো দিলাম। বাঙালি পূজারী ব্রাহ্মণ এবং অবাঙালি পূজারী ব্রাহ্মণদের পুজোর পদ্ধতি বেশ আলাদা। কপিলমুনির আশ্রমে অবাঙালি পুরোহিত পুজো করে। সন্ধ্যা আরতি শুরু হলো সাড়ে সাতটায়। মন্দিরে তখন ভক্ত সমাগম বেশি হয়েছিল। গঙ্গাসাগরের বিশ্ববিখ্যাত সাধুদের আখড়াগুলো বেশীরভাগ বন্ধ ছিল। মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি আখড়ায় সাধু দেখলাম। ভারতের বেশিরভাগ মন্দিরেই ভিক্ষুক বসে থাকে ভিক্ষার জন্য এখানেও ব্যতিক্রম নেই। তবে এই মন্দিরে বেশ কিছু গরু উপস্থিত ছিল। মন্দির থেকে বেরিয়ে একটা ধাবায় ভাত ডাল নিরামিষ তরকারি খেয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

১৪ নভেম্বর সানরাইজ দেখা হয়নি। ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছিল। আমরা সকাল সাতটায় একবার সৈকতে গেছিলাম। রূপা ওর গোপালকে সমুদ্র স্নান করালো। তারপর মন্দির ঘুরে ঠাকুর প্রণাম সেরে আমরা ফেরার জন্য তৈরী হলাম। ধাবা থেকে রুটি পরোটা টিফিন করে অটো করে কচুবেরিয়া চলে এলাম। কচুবেরিয়া থেকে ভেসেল করে কাকদ্বীপ এসে শিয়ালদহের ট্রেন ধরে ফিরে এলাম। গঙ্গাসাগর তীর্থ ভ্রমণের ইচ্ছে পূরণ হলো।

১৯৬০ সালের এক বিধ্বংসী ঝড়ে পুরাতন কপিলমুনির মন্দির ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বর্তমান মন্দিরটি তারপর নির্মিত হয়েছে। কাকদ্বীপ মহকুমায় গঙ্গা ডেল্টার হেনরি দ্বীপ, সাগর দ্বীপ, ফ্রেডরিক দ্বীপ এবং ফ্রেজারগঞ্জের মতো অসংখ্য দ্বীপ এবং চ্যানেল এখানে রয়েছে। এই অঞ্চলে এক মনোরম পর্যটন কেন্দ্র তৈরির সুযোগ রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির কোন ক্ষতি করা উচিত নয়। প্রতিবছর বহু মানুষ মোক্ষ লাভের উদ্দেশ্যে কপিলমুনির মন্দির দর্শন করতে সাগর সঙ্গমে আসেন। কপিলমুনির বিগ্রহের ডান পাশে মা গঙ্গার মূর্তি এবং বাম পাশে জোরহস্তে সাগররাজার মূর্তি। এর সাথে ভারতের আধ্যাত্মিক ভক্তি চরিত্র উজ্জ্বল সাক্ষ বহন করে চলেছে যুগ যুগ ধরে।

স্বপ্ন দেখা

পাপিয়া মল্লিক

একদিন সকালে উঠেই দেখি
বড় হয়ে গেছি, একি!
ছোট ছোট কত জামা
এদিক ওদিক ছড়ানো,
একসাথে জড়ো করে
দড়ি দিয়ে মোড়ানো।
গাড়িগুলো সব দেখি
হাঁড়ি ভরে আছে -
যত দেখি, চোখ শুধু
জলে ভরে ওঠে।
বাবা মা, কোথায় তারা
কেউ তো কাছে নেই,
এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি
খুঁজে তো না পাই।
অনেকক্ষণ চুপটি করে
ভাবতে থাকি বসে,
হঠাৎ দেখি পায়ের কাছে
পড়ল কিছু খোসে।
পড়ল কিছু বই-এর পাতা
পড়ল কিছু খেলা,
এই তো আমি আবার
পেলাম, হারানো ছেলে বেলা।
চোখ কচলে তাকিয়ে দেখি
খাটেই আছি শুয়ে
স্বপ্ন এসেছিল তবে
সময় দুচোখ বেয়ে।
মুচকি একটু হেসে আগে
মা-এর কাছে যাই,
রান্না ঘরেই মা রয়েছে
যেমন রোজ মা কে পাই।

SARBABHARATIYA SHILPAKALA PARISHAD S.S.P. Regd. State Government

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ

ঘোলা, সোদপুর, কলকাতা-৭০০ ১১১
যোগাযোগ ঃ 8617847889/9382831611/ 9874566708/8910739009
Email : shilpakalaparishad@gmail.com
Whatsapp: 8617847889/9874566708
ব্রাঞ্চ অফিস ঃ এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২, যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮
Facebook : sarbabharatiya shilpakala parishad

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ

বর্তমানে সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় থাকা চিত্রশিল্পী, অঙ্কন শিক্ষক, শিক্ষিকার দ্বারা প্রশংসিত। এই প্রতিষ্ঠান শিল্পীর শৈল্পিক স্বপ্নকে জাগিয়ে তুলবে সৃষ্টির প্রেরণার মাধ্যমে।

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের শিল্প সমৃদ্ধ পাঠাগার, শিল্পকলা ও অঙ্কন শিল্পীদের অধ্যয়ন এবং গবেষণা ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার কর্তৃক এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।
যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮ (মোঃ ও হোয়াটস্অ্যাপ)। সম্পাদক ঃ কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার। E-mail : k.sarkar151071@gmail.com